ইছামতীর বক্ষে প্রতিমা নিরঞ্জনের ফ্ল্যাগ মিটিং ভারত-বাংলাদেশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ইছামতী নদীতে প্রতিমা নিরঞ্জন একটি ঐতিহ্যবাহী ঘটনা। দুই বাংলা সেই বিসর্জন নিয়ে ইছামতীর জল সীমান্তে প্রশাসনিক বৈঠক সারলো বিএসএফ ও বিজিবি। ইছামতীর বক্ষে জল সীমান্তের জিরো পয়েন্টে লঞ্চের উপর এই ফ্ল্যাগ মিটিং সম্পন্ন হয়। টাকিতে বিসর্জনকে সামনে রেখে এই মিটিং উপস্থিত ছিলেন দুই দেশের প্রশাসনিক আধিকারিকরাও। প্রসঙ্গত, উত্তর ২৪ পরগনার টাকিতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ইছামতী নদীবক্ষে প্রতিমা নিরঞ্জন রাজ্যের অন্যতম আকর্ষণ। যা দেখতে রাজ্য ছাড়িয়ে ভিনরাজ্য এমনকী বিদেশি পর্যটকরাও ভিড় জমান এখানে। ভারত ও বাংলাদেশের দুই পাড়ের মানুষ এই প্রতিমা নিরঞ্জন দেখতে ভিড় জমান। ইছামতী নদীতে দুই দেশের প্রতিমা নিরঞ্জন যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় তার জন্য বোধনের আগেই সীমান্তের দুই বাংলার বিসর্জনের প্রস্তুতি হল জিরো পয়েন্টে। সব রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এবং দুই দেশের সম্পর্ক অটুট রেখে বিসর্জনের ঐতিহ্যকে বজায় রাখতে এই ফ্ল্যাগ মিটিং বলে দাবি আধিকারিকদের। দুই দেশের নিরাপত্তার তাগিতে বেশ কিছু নির্দেশিকা লাগু করা হয় প্রতিমা নিরঞ্জনকে ঘিরে। এই সব বিষয়েই এদিন আলোচনায় উঠে আসে। জানা গিয়েছে, প্রতিবারের মতোই এবারেও দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে নদীর মাঝ বরাবর দুই দেশের সীমানা নির্ধারিত করে দড়ি দিয়ে লঞ্চ লাগিয়ে অস্থায়ী বর্ডার তৈরি হবে। কেউ কারও সীমান্ত অতিক্রম করার অনুমতি পাবে না। বিকেল থেকেই বিসর্জন শুরু হয়ে যায়, শেষ করতে হবে অন্ধকার হওয়ার আগেই।

পশ্চিম মেদিনীপুর প্রশাসনের মানবিক উদ্যোগ 'স্নেহ'

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের উৎসাহ দিতে মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে 'স্নেহ' নামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে জেলাশাসক কেক কেটে শিশুদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের হার না মানার জেদ নিয়ে এগিয়ে যেতে উৎসাহ দেন। জেলাশাসক বলেন, 'এই শিশুরা কোনোভাবেই করুণার পাত্র নয়, এরা সমাজের গর্ব। ওদের হার না মানার মানসিকতা আমাদের সকলের কাছে অনুপ্রেরণা।' জেলার মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক শিশুদের সঠিক যত্ন নেওয়া ও স্বাস্থ্য বিধি নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন কৃতী ছাত্র স্বর্ণাভ বেরা তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'সত্যকে সহজভাবে গ্রহণ করেই আমরা জীবনকে আলিঙ্গন করতে শিখি।' তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে আত্মমর্যাদা ও আশার এক দৃঢ় বার্তা। তিনি জানান, 'অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর স্বপ্ন দেখার সাহস হার মানাতে পারে শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে। জেদ আর মনোবল পারে সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে

মানুষকে তাঁর স্বপ্নের কাছাকাছি পৌঁছে দিতে।' এদিন জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয় দৃষ্টিশক্তিহীন হয়েও আইএএস উত্তীর্ণ এবং বর্তমানে পশ্চিম মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) কেম্পা হোনাইয়াকে। তাঁর জীবনসংগ্রাম ও সাফল্যের কাহিনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। অনুষ্ঠানে ১৪৬ জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুকে স্পন্সরশিপ প্রদান করা হয়। প্রত্যেক শিশুর হাতে তুলে দেওয়া হয় উপহার, নিউট্রিশন কিট, আঁকার সরঞ্জাম। প্রতিটি শিশুর জন্য নিরন্তর লড়াইকারী মায়েদের সম্মান জানিয়ে উপহার দেওয়া হয় একটি করে শাড়ি। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি-সহ অন্যান্য।

উকা রেলগেট বন্ধ করার সিদ্ধান্তে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: সম্প্রতি রেল দপ্তর পুরুলিয়ার জেলাশাসককে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আদ্রা-ভোজুডি রেলপথে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত উকা গ্রামের পাশে অবস্থিত উকা রেলগেটটি বন্ধ করে, ওই রেল গেটের অদূরে সাবওয়ে বা আন্ডার পাশ তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। সোমবার বিকেলে তারই পরিদর্শন করতে যান রেলের উচ্চ পদস্থ কর্তারা ও রঘুনাথপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, রঘুনাথপুর ২ ব্লকের বিডিও পঙ্কজ দাস, রঘুনাথপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি গৌরাঙ্গ বাউড়ি-সহ অন্যান্যরা। গ্রামবাসীরা পরিদর্শন করতে আসা রেল ও রাজ্য প্রসাশনের আধিকারিকদের ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। আন্দোলনকারীদের মধ্যে রাধেশ্যাম মাহাত, চায়না মাহাতরা জানান, উকা রেলগেট বন্ধ করে দেওয়া রেলের সিদ্ধান্ত তারা মানবে না। রেল কর্তৃপক্ষ ওই গেট বন্ধ করে যে সাবওয়ে বা আন্ডার পাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার উচ্চতা কম। ওই কম উচ্চতা সম্পন্ন সাবওয়ে দিয়ে ধান বোঝাই গাড়ি যাতায়াত করা সম্ভব হবে না। তাই তাঁদের দাবি, সাবওয়েটি বেশি উচ্চতা সম্পন্ন করতে হবে এবং উকা রেল গেটের থেকে ৫০০ মিটার দূরত্বের মধ্যেই তা তৈরি করতে হবে।

কালনার হাটগাছা গ্রামে এবার আকর্ষণ 'পুতুল দুর্গা'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: পূর্ব বর্ধমানের কালনার হাটগাছা গ্রামে এক ভিন্ন আঙ্গিকে দুর্গা প্রতিমা তৈরি করে সকলের নজর কাড়লেন স্থানীয় শিল্পী তাপস পাল। প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে তিনি গড়েছেন পুতুল-আকৃতির দুর্গা, গণেশ, সরস্বতী,

কার্তিক, লক্ষ্মী এবং মহিষাশুরের। তবে সবার থেকে আলাদা ভাবনার ছোঁয়া রয়েছে দুর্গার চোখে, যেখানে মনির ভেতর ফুটে উঠেছে জ্বলজ্বলে শিবলিঙ্গ। প্রায় দেড় মাসের নিরলস প্রচেষ্টায় এই অভিনব প্রতিমাটি গড়ে তুলেছেন তাপসবাবু। আগামী দিনে কালনা শহরের যোগীপাড়া এলাকার একটি রাখি কারখানায় প্রতিমাটি স্থান পাবে। শিল্পীর আশা, তাঁর এই অভিনব ভাবনা আগামী দিনে আরো বড় পরিসরে কাজের সুযোগ এনে দেবে। তবে আক্ষেপের সুরও শোনা গেল তাঁর কণ্ঠে। গ্রামাঞ্চলের শিল্পী হওয়ায় সাবেকি প্রতিমা ছাড়া অন্যরকম কাজের চাহিদা তেমনভাবে মেলে না। তবু ভিন্নতার ছোঁয়ায় পুতুল দুর্গার এই প্রতিমা ইতিমধ্যেই কৌতূহল জাগিয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। দুর্গোৎসবের আগেই এমন শিল্পনৈপুণ্য নিঃসন্দেহে উৎসবের আনন্দকে আরও বহুগুণে বাড়িয়ে তুলবে।

বিহারের নালন্দা থেকে উদ্ধার চন্দননগরের নিখোঁজ ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বিহারের নালন্দা থেকে নিখোঁজ ছাত্রীকে উদ্ধার করল চন্দননগরের পুলিশ। তবে অভিযুক্ত যুবকের কোনও খোঁজ মেলেনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক যুবকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সেখান থেকে প্রেম। তারপরে দিদার থেকে ১০০ টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যায় চন্দননগরের দশম শ্রেণির এক ছাত্রী। পুলিশ সূত্রে খবর, স্কুলে অনুষ্ঠান আছে বলে ১২ সেপ্টেম্বর বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ওই নাবালিকা। প্রতিদিন পুলকারেই যাতায়াত করত। কিন্তু ওই দিন টোটো করে স্কুলে যাবে বলে বায়না ধরে। কিছুই টের পাননি পরিবারের সদস্যরা। তাঁরা অনুমতিও দিয়ে দেন। শুধু স্কুলে যাওয়ার সময় দিদার থেকে ১০০ টাকা সে নিয়ে যায়। কিন্তু বিকেলে বাড়ি না ফেরায় খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। ছাত্রীর মোবাইলে ফোন করেন বাড়ির লোক। কিন্তু সেটাও বন্ধ ছিল। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের কাছে খোঁজখবর নিতে শুরু করেন ছাত্রীর মামা। কিন্তু সেখানেও না পেয়ে শেষমেশ পুলিশের দ্বারস্থ হন তিনি। ঘটনার তদন্ত শুরু করে ছাত্রীর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট খতিয়ে দেখে পুলিশ। তখনই বিহারের এক যুবকের সঙ্গে তার প্রেমের কথা জানা যায়। ফোনেও দু'জনের কথাবার্তা হতো। ওই যুবক চন্দননগরে আসতেন বলেও জানা গিয়েছে। এর পরেই বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে বিহারে রওনা দেয় পুলিশ। জানা গিয়েছে, বিহারের নালন্দার একটি বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছিল নাবালিকাকে। সেখান থেকেই তাকে উদ্ধার করে পুলিশ। তবে ওই যুবকের কোনও খোঁজ মেলেনি। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দুঃস্থদের পাশে বাঁকুড়া জেলা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দেবীপক্ষের সূচনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকে কাঠিও পড়েছে। আর কয়েকদিন পর মর্তে মায়ের আগমন। তাই শারদীয়ার প্রাক্কালে কচিকাঁচাদের জন্য উপহারের ডালি নিয়ে হাজির হল বাঁকুড়া জেলা পুলিশ। বাঁকুড়া সদর থানার তত্ত্বাবধানে এবং বাঁকুড়া জেলা পুলিশের উদ্যোগে এদিন বাঁকুড়া শহরের রাগিনী লজে ১৩৪ জন কচিকাঁচার হাতে তুলে দেওয়া হল শারদীয়ার উপহার। বাঁকুড়া জেলা পুলিশের সুপার বৈভব তেওয়ারি জানান, শারদীয়ার আগে বাচ্চাদের হাতে উপহার তুলে দিতে পেরে তাঁরাও খুশি। আগামী দিনে একইভাবে বাচ্চাদের পাশে থাকার চেষ্টা করা হবে পুলিশের তরফ থেকে। এই ধরনের ভালোবাসা এবং উপহার পেয়ে বেজায় আপ্লুত কচিকাঁচারাও।

চাতরায় রাজা রামমোহন রায়ের মামার বাড়িতে ঐতিহ্য মেনে হয়ে আসছে দশভুজার আরাধনা

গঙ্গা জল দিয়ে পুজোর সমস্ত ভোগ রান্না করেন পুরোহিতরা

বনস্পতি দে

শ্রীরামপুর: লোক মুখে কথিত আছে, শ্রীরামপুরের চাতরার দেশগুরু ভট্টাচার্য বাড়ির দুর্গাপুজো শ্রীরামপুর শহরের সবথেকে প্রাচীন পুজো। বাঙালির নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়ের নাম জড়িয়ে রয়েছে এই পুজোয়। ভট্টাচার্য পরিবারের দাবি, এই পুজোর বয়স ৬০০ বছর পেরিয়েছে। ইংরেজ শাসনের আগে যে বাড়িতে পুজো হতো, তার স্থান পরিবর্তন হয়েছে। এখন যে বাড়িতে পুজো হচ্ছে সেটাও ৩০০ বছর হয়েছে।

স্থানীয়দের দাবি, একসময় দেশগুরু ভট্টাচার্যের বাড়ি টোল হিসেবে পরিচিত ছিল। দুর্গাপুজোর সময় দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা নৈবেদ্য নিয়ে আসতেন, তা দিয়েই হতো পুজোর আয়োজন। বছর কুড়ি আগে টোল-প্রথা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। তবে দুর্গাপুজো এখনও চলছে। পরিবারের সদস্যরাই এখন এই পুজো চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। দেশগুরু ভট্টাচার্য বাড়ি, রাজা রামমোহন রায়ের মামার বাড়ি। পরিবারের দাবি, রাজা রামমোহন রায়ের মা তারিণী দেবী ছিলেন এই বাড়ির মেয়ে। ছোটবেলায় রাজা রামমোহন রায় বেশ কয়েকবার পুজো কাটিয়েছিলেন তাঁর মামার বাড়িতে। কালের নিয়মে দুর্গাপুজোর জৌলুস আগের থেকে অনেক কমে গিয়েছে। কিন্তু পুজোর পরম্পরা একই রয়ে গিয়েছে। পরিবার সূত্রে আরও দাবি, ঠাকুরদালানে থাকা বংশ তালিকা দেখলেই এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। শ্রীরামপুরে এখনও পর্যন্ত দশমীর দিন দেবী প্রতিমা নিরঞ্জনের সময়ে সবার আগে ভট্টাচার্য বাড়ির দেবী প্রতিমা নিরঞ্জন হয়। তারপরে অন্য দেবী প্রতিমা নিয়ে আসা হয় গঙ্গায় নিরঞ্জনের জন্য। পুজোর সমস্ত ভোগের রান্নার দায়িত্ব থাকে পুরোহিতদের উপরে। সমস্ত রান্না হয় গঙ্গা জল দিয়ে। পুজোর ভোগ রান্নার জন্য এখনও ব্যবহার করা হয় কাঠের উনুন ও বিশেষ বাসনপত্র। এক সময়ে দেশগুরু ভট্টাচার্য বাড়ির পুজো শুরু হয়ে যেত মহালয়ার দিন থেকেই। এখন পুজো হয় ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত।

'এক পের মা কে নাম'

কর্মসূচি আরামবাগ হাইস্কুলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে 'এক পের মা কে নাম' কর্মসূচি সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। মঙ্গলবার আরামবাগ হাইস্কুলে ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গাছ বসানো এবং তাকে লালন পালনের যেমন বার্তা দেওয়া হয়, তেমনি মায়ের প্রতি ভালোবাসার গুরুত্ব বোঝানো হয়। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিকাশ চন্দ্র রায় ছাত্রছাত্রীদের

এই কর্মসূচির গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝান এবং গাছ বসানোর পাশাপাশি মা ও বাবার প্রতি দায়িত্ববোধ গড়ে তোলার বার্তা দেন। প্রসঙ্গত, 'এক পের মা কে নাম' একটি সরকারি বৃক্ষরোপণ অভিযান। যা মায়েদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাতে একটি গাছ লাগানোর মাধ্যমে চালু করা হয়েছে। এই উদ্যোগটি মায়েদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষা এবং একটি সবুজ ও সুস্থ ভবিষ্যৎ গড়ার উপর জোর দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২৪ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবসে এই অভিযানের উদ্বোধন করেন। এদিন আরামবাগ হাইস্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা পরিবেশ ও মাতৃভূমিকে রক্ষা করার অঙ্গীকারে উৎসাহিত করেন। এই বিষয় ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিকাশ চন্দ্র রায় বলেন, 'পরিবেশকে সুস্থ রাখার জন্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি নিচ্ছে। আমরা মায়ের নামে একটি গাছ বসানোর মাধ্যমে এক পের মা কে নাম কর্মসূচির সূচনা করেছি। মায়ের নামে বাড়িতে অথবা পথের ধারে গাছ লাগানোর কথা ছাত্রছাত্রীদের বলা হয়েছে। প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতে এটা খুব প্রয়োজন।'

সিঙ্গুর বিধানসভার অন্তর্গত আনন্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের রমানাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষে দুঃস্থ মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র উপহার তুলে দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক গড়িয়া বাজার শাখা (রুরাল) এবং শকুন্তলা পার্ক শাখা (মেট্রো) জন্য লিজে প্রেমিসেসের জন্য টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, গড়িয়া বাজার এলাকা এবং শকুন্তলা পার্ক শাখা এরিয়া, কলকাতা সিটি, জেলা - ২৪ পরগনা, পব পরিমাণ ১১০০ থেকে ১২০০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া একতলায়, প্রধান সড়ক ব্যবসায়িক ব্যস্ত এলাকা ভালো দৃশ্যমানতা এবং পার্কিং স্পেস সহ ন্যূনতম ১৫ বছরের লিজের মেয়াদে ব্যাঙ্ক শাখা এবং আনুমানিক ১০০ বর্গফুট এটিএম স্থাপনের জন্য আগ্রহীদের কাছ থেকে লিজের ভিত্তিতে (ইতিমধ্যেই তৈরি/নির্মীয়মান প্রেমিসেস) দিতে ইচ্ছুক মালিকগণের কাছ থেকে দুই ডাক ব্যবস্থায় (টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল বিড) টেন্ডার আহ্বান করছে।
নিম্নোক্ত ঠিকানা থেকে টেন্ডার ফর্ম ২৪.০৯.২০২৫ দুপুর ১২টা থেকে ১০.১০.২০২৫ বিকেল ৫টা পর্যন্ত ২৫০ টাকা (অফেরতযোগ্য) ডিডি এর আকারে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর অনুকূলে প্রদেয় হিসেবে দাখিল করে সংগ্রহ করতে পারেন। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ১০.১০.২০২৫ বিকেল ৫টা পর্যন্ত। টেন্ডারের বিস্তারিত পাওয়া যাবে www.indianbank.in ওয়েবসাইট থেকে।
ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখে।

স্বা/-
জোনাল ম্যানেজার (এজিএম)
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১

"ফর্ম নং আরএসসি- ৪"
(এনসিএলটি এর রুল ৩(৩) (২০১৬ সালের (কোম্পানির শেয়ার মূলধন হ্রাসের প্রক্রিয়া) রুলস অধীনে)
ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ-১ (বেঞ্চ) সমীপে, কোম্পানি আবেদন নং সিপি/১৩৯/কেবি/২০২৫
সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত :২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৬৬ এবং তৎসহ পঠিত ২০১৬ সালের (কোম্পানির শেয়ার মূলধন এর হ্রাস প্রক্রিয়া) ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল রুলসের অধীনে এবং
বিউ ওভারসিজ লি
CIN : L51109WB1993PLC057984
(১৯৫৬ সালের পূর্বতন কোম্পানি আইনের অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি ,রেজিস্টার্ড অফিস : ১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ,একতলা, কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ,ভারত, ৭০০০৭২।

... কোম্পানি আবেদন/কোম্পানির নোটিশ প্রকাশনা

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ-১ (বেঞ্চ) সমীপে ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে আবেদনকারী কোম্পানির পুঞ্জিভূত ক্ষতি পরিমাণ ২৩,১৪,৫৩,৫৪৫ টাকা (তেইশ কোটি চৌদ্দ লাখ তিপ্পান্ন হাজার পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ টাকা) প্রস্তাবিত বাতিলের জন্য যা ৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে নিরীক্ষিত ব্যালেন্সিটে প্রতিফলিত নিম্নোক্ত মতে ক) পরিমাণ ৬, ২৩,৪৮,৩১৮ টাকা (ছয় কোটি তেইশ লাখ আটচল্লিশ হাজার তিনশো আঠারো টাকা) মূলধন সরক্ষণের পরিমাণ থেকে বাতিল ঘোষণা; খ) পরিমাণ ২,৮৫,১৮,৮৯৭ টাকা (দুই কোটি পঁচাশি হাজার আঠারো হাজার আটশো সাতানব্বই টাকা) সিকিউরিটিজ প্রেমিয়াম রিজার্ভ অ্যাকাউন্ট থেকে এবং গ) অবশিষ্ট পরিমাণ ১৪,০৫,৮৬, ৩৩০ টাকা (চৌদ্দ কোটি পাঁচ লাখ ছিয়াশি হাজার তিনশো ত্রিশ টাকা) মোট আনুমানিক ৯৯.৪২ শতাংশ পরিমাণ মোট ইস্যুর, বন্টিত, এবং আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূল কোম্পানির যা সমন্বিত হবে বাতিল এবং অন্যান্য নিঃশেষ হওয়া ১,৪০,৫৮,৬৩৩ টাকা (এক কোটি চল্লিশ লাখ আটাশ হাজার ছয়শো তেত্রিশ) ইক্যুইটি শেয়ার প্রাথমিক মূল্য ১০ (দশ টাকা) প্রতিটি হিসেবে এর জন্য আবেদন করা হয়েছে।
কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ড সংশ্লিষ্ট আবেদন দাখিলের তারিখ পর্যন্ত নিশ্চিত করেছে যে, কোনও জামিনদত্ত বা অজামিনদত্ত বিনিয়োগকারী নেই, ফলে, বিনিয়োগকারীগণের কোনও তালিকা রচিত হয়নি।
আরও অবগত করা হচ্ছে যে, মহামান্য ট্রাইবুনাল আবেদনের শুনানির তারিখ ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ধার্য করেছে। কোনও ব্যক্তির প্রস্তাবিত শেয়ার মূলধনের হ্রাসের বিষয়ে স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তিনি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিত অনুরোধ কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস, ১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, একতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৭২ ঠিকানায় পাঠিয়ে শুনানির দিন ট্রাইবুনাল সমীপে উপস্থিত হতে পারেন।

বিউ ওভারসিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
শ্রী প্রণব চক্রবর্তী
(সর্বক্ষণের ডিরেক্টর)

তারিখ : ২৪.০৯.২০২৫
স্থান : কলকাতা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

পরিশিষ্ট - ৪ রুল ৮(১)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৩.০৭.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতা ১) মেসার্স মডার্ন ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল (স্বত্বাধিকারী ত্রিদিবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়) ঋণগ্রহীতা ঠিকানা** - ২২৫ ই, রাসবিহারি এভিনিউ, একতলা, কলকাতা - ৭০০০১৯ আরও ঠিকানা - প্রেমিসেস নং ১৪/সি, কে কে মিত্র রোড, ওয়ার্ড নং ২, বারাসত পুসসভা অধীন, থানা - বারাসত, কলকাতা - ৭০০১২৪ জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা আরও ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং ৬, (৩য় তল) পূরবী হাউসিং ১৮/১৪ যশোর রোড, পো এবং থানা - বারাসত, কলকাতা - ৭০০১২৪ **(২) শ্রী ত্রিদিবেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (স্বত্বাধিকারী মেসার্স মডার্ন ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল)** ঠিকানা - ২২৫ ই, রাসবিহারি এভিনিউ, একতলা, কলকাতা - ৭০০০১৯ আরও ঠিকানা - প্রেমিসেস নং ১৪/সি, কে কে মিত্র রোড, ওয়ার্ড নং ২, বারাসত পুসসভা অধীন, থানা - বারাসত, কলকাতা - ৭০০১২৪ জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা আরও ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং ৬, (৩য় তল) পূরবী হাউসিং ১৮/১৪ যশোর রোড, পো এবং থানা - বারাসত, কলকাতা - ৭০০১২৪ **(৩) শ্রী শান্তিদুলাল ব্যানার্জি**, পিতা অমূল্য চন্দ্র ব্যানার্জি (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা) ঠিকানা - ২২৫ ই, রাসবিহারি এভিনিউ, একতলা, কলকাতা - ৭০০০১৯ আরও ঠিকানা - প্রেমিসেস নং ১৪/সি, কে কে মিত্র রোড, ওয়ার্ড নং ২, বারাসত পুসসভা অধীন, থানা - বারাসত, কলকাতা - ৭০০১২৪ জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা আরও ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং ৬, (৩য় তল) পূরবী হাউসিং ১৮/১৪ যশোর রোড, পো এবং থানা - বারাসত, কলকাতা - ৭০০১২৪ **(৪) শ্রীমতী সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়,** স্বামী শ্রী শান্তি দুলাল ব্যানার্জি (জামিনদাতা) ঠিকানা - ২২৫ ই, রাসবিহারি এভিনিউ, একতলা, কলকাতা - ৭০০০১৯ আরও ঠিকানা - প্রেমিসেস নং ১৪/সি, কে কে মিত্র রোড, ওয়ার্ড নং ২, বারাসত পুসসভা অধীন, থানা - বারাসত, কলকাতা - ৭০০১২৪ জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা আরও ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং ৬, (৩য় তল) পূরবী হাউসিং ১৮/১৪ যশোর রোড, পো এবং থানা - বারাসত, কলকাতা - ৭০০১২৪ **গোলপার্ক শাখা থেকে** ঋণ গৃহীত, নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২,৩২,৭০,৫৮৮.০০ টাকা (দুই কোটি বত্রিশ লাখ সত্তর হাজার পাঁচশ অষ্টআশি টাকা) ০২.০৭.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, চার্জ, তাৎক্ষণিক ব্যয় এনপিএ ঘোষণার তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** নিকট বকেয়া **২,৩২,৭০,৫৮৮.০০ টাকা (দুই কোটি বত্রিশ লাখ সত্তর হাজার পাঁচশ অষ্টআশি টাকা) ০২.০৭.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

সম্পত্তির তপশিল

বন্ধকদত্ত সম্পত্তি : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ২ কাঠা ৬ ছটাক এবং ১৮ বর্গফুট দাগ নং ৫১৯ এবং ৭ ছটাক ৫ বর্গফুট দাগ নং ৫১৬ (অর্থাৎ মোট ২ কাঠা ১৩ ছটাক ২৩ বর্গফুট কমবেশি), তদস্থিত বসবাসের ভবন আরএস খতিয়ান নং ১৬৪, দাগ নং ৫১৬ এবং ৫১৯,মৌজা : বনমালিপুর, জেএল নং ৮০, হোল্ডিং নং ১৪/সি, কে কে মিত্র রোড, পো : বারাসত, থানা : বারাসত, ওয়ার্ড নং ২৫, বারাসত পুরসভা অধীন, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১২৪, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ৪২৭০-১৯৮৯ অধিগৃহীত। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ ; পূর্বে : সতীনাথ ভট্টাচার্য এবং অন্যান্যর ভবন; দক্ষিণে : নন্দলাল রায় এবং অন্যান্যর ভবন; পশ্চিমে : বালেশ্বর সাহনি এর ভবন। **মালিক : শ্রী শান্তিদুলাল ব্যানার্জি।**

**দ্রষ্টব্